রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০২৪

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২৩ (সংশোধিত)।

নং ১৭.০০.০০০০.০১৮.০২.০১২.২১-৬৬ নং ১৭.০০.০০০০.০১৮.০২.০১২.২১-১০১।—উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯ এর ধারা ১১ ও ১২ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-০৭.১০৪.০২০.০৬০১.০০৫.২০১৭-০১১, তারিখ- ১৯ আগষ্ট ২০১৯ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়িসেবা নগদায়ন নীতিমালা,২০২৩ (সংশোধিত) অভিযোজনসহ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবংগাড়িসেবা নগদায়ন গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা জারি করা হলোঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—

(১) এ নীতিমালা 'নির্বাচন কমিশন' সচিবালয়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২৩ (সংশোধিত) নামে অভিহিত হবে।

(২) এ নীতিমালা প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়,—

(ক) ''গাড়ি'' অর্থ নতুন অথবা গাড়ি ক্রয়ের তারিখ হতে ০৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে প্রস্তুতকৃত সিডানকার/সেলুন/স্টেশন ওয়াগান/এসইউভি (SUV-Sports Utility Vehicle)/সিইউভি (CUV-Crossover Utility Vehicle);

মূল্য : টাকা ২০.০০

ব্যাখ্যা: এসইউভি (SUV) বা সিইউভি (CUV) প্রচলিত অর্থে জীপ (Jeep) বা অনুরূপ গাড়িকে বুঝাবে। গাড়ির সর্বনিম্ন সি.সি ১৫০০ (±১০) হবে এবং সবোর্চ্চ সি. সি ২০০০(+১০) হবে।

(খ) **''গাড়ি সেবা নগদায়ন''**অর্থ প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক সরকার হতে গাড়ি সুবিধা গ্রহণের পরিবর্তে "সুদমুক্ত" ঋণের মাধ্যমে ক্রয়কৃত গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাদি;

(গ) **''প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা''** অর্থ—

(অ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের বিভাগীয় পদোন্নতি বোর্ড এর সুপারিশক্রমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপসচিব পদে যারা পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়ে অন্যূন ৩ (তিন) বছর চাকরিকাল অতিক্রম করেছেন এমন কর্মকর্তা, সিস্টেম ম্যানেজার (গ্রেড-৩), যুগ্মসচিব, অতিরিক্ত সচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ; এবং

(আ) নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, তবে প্রেষণে, চুক্তিতে বা অন্য কোনভাবে নিয়োজিত কর্মকর্তা এর অন্তর্ভুক্ত হবেন না;

(ঘ) **''গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়''** অর্থ এ নীতিমালার আওতায় সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ির মেরামত/সংরক্ষণ, জ্বালানি, ড্রাইভারের বেতন, বীমা, ফিটনেস নবায়ন, কর, অন্যান্য ফি ইত্যাদি বাবদ প্রদেয় মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়কে বুঝাবে।

(ঙ) **''সুদমুক্ত ঋণ ''** অর্থ এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সুদমুক্ত ঋণ;এবং

(চ) **''সরকারি দাবী আদায় আইন''** অর্থ Public Demands Recovery Act, 1913(Bengal Act No. III of 1913)।

৩। **নীতি প্রাধান্য।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন এ নীতিমালা কার্যকর হবে।

৪। **ঋণসুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা।**— (১) এ নীতিমালার অধীন ঋণসুবিধা প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নীতিমালায় বর্ণিত প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হতে হবে।

(২) কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গাড়ি সেবা নগদায়নের চেক উত্তোলন করলে তিনি তাপ্রত্যাহার করতে পারবেন না। এর ব্যত্যয় হলে শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে সুদ প্রদান করতে হবে।

(৩) নীতি ৪ (১) ও (২) এর নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোন একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের জন্য ঋণসুবিধা পাবেন, যথা:

(ক) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রাপ্যতা যতদিন থাকবে ততদিনের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে মঞ্জুরি আদেশ জারীর তারিখ হতে পি.আর.এল. শুরুর তারিখ পর্যন্ত চাকুরীর মেয়াদ অবশ্যই ০১(এক) বছর থাকতে হবে;

(খ) নীতিমালা জারির পর, কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে গাড়ি সুবিধা গ্রহণ করলেও গাড়ি সেবা নগদায়নের আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু ঋণ গ্রহণপূর্বক গাড়ি ক্রয়ের পর নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা আর বহাল থাকবে না;

(গ) বৈদেশিক চাকরিতে নিয়োজিত/লিয়েনে কর্মরত কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিয়েন শেষে চাকুরিতে যোগদানের পর বিশেষ অগ্রিমের জন্য আবেদন করতে পারবেন; এবং

(ঘ) মঞ্জুরী আদেশ জারির তারিখে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত থাকতে হবে।

৫। **ঋণগ্রহণের অযোগ্যতা।**—কোন একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের জন্য ঋণ সুবিধা গ্রহণের অযোগ্য হবেন যদি তাঁর—

(ক) সুদমুক্ত ঋণমঞ্জুরি আদেশ জারির তারিখ হতে পি.আর.এল. শুরুর তারিখ পর্যন্ত চাকুরীর মেয়াদ কমপক্ষে এক (০১) বছর না থাকে;

(খ) সুদমুক্ত ঋণমঞ্জুরি আদেশ জারির তারিখে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা যদি বৈদেশিক/লিয়েন/চুক্তিতে চাকুরীতে নিয়োজিত থাকেন; এবং

(গ) বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম বা গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণের কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পেনশন বা গ্র্যাচুয়িটি হতে প্রস্তাবিত বিশেষ অগ্রিমের টাকা আদায় করা সম্ভব না হয়।

৬। **ঋণমঞ্জুরের শর্ত।**—(১) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচিত হবেন।

(২) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ পরিশিষ্ট-'ক' ফরমে অগ্রিমের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব বরাবর দাখিল করবেন।

(৩) নীতি ৬(১) ও এ নীতিমালার অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭ উপধারা ১ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেট হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

(৪) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাড়ি ক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচাদি যেমনরেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন ইত্যাদি সকল খরচ নির্বাহের জন্য ''প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৮ (সংশোধিত)'' এর ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এককালীন সুদমুক্ত অগ্রিম এর পরিমাণ প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করলে তা অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হবে এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।

(৫) নীতি ৬(২) এর অধীন আবেদনকারীদের মধ্যে সুদমুক্ত ঋণসুবিধা অর্জনের সময় হতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে ঋণমঞ্জুর করতে হবে, তবে এক্ষেত্রে একই তারিখে একই পদে সুদমুক্ত ঋণসুবিধা অর্জিত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে অবসর গমন বা পি.আর.এল.নিকটবর্তী কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

(৬) কোন কর্মকর্তা তার সমগ্র চাকুরীকালে ০১(এক) বারের বেশি এ নীতিমালার অধীন কোন অগ্রিম গ্রহণ করতে পারবেন না।

৭। ক্রয়কৃত গাড়ির রেজিস্ট্রেশন খরচ ও অতিরিক্ত অর্থ ফেরত।—(১) চুক্তি সম্পাদনের অনধিক ৯০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে গাড়ি ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বীমা ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি (বন্ধকী ফরমসহ) সম্পন্ন করতে হবে।

(২) গাড়ি ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বীমা ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি বাবদ ব্যয়িত অর্থের অতিরিক্ত উত্তোলিত অর্থ অনধিক ১৫(পনের) দিনের মধ্যে সরকার বরাবর ফেরত প্রদান করতে হবে।

(৩) যদি কোন কর্মকর্তা মঞ্জুরিকৃত অর্থের অধিক ব্যয়ে গাড়ি ক্রয় করেন তাহলে উক্ত অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ সরকারের নিকট হতে দাবী করতে পারবেন না।

(৪) নীতি ৭(১) এবং (২) অনুসরণে ব্যর্থ হলে শতকরা ১৫(পনের) টাকা সুদ প্রদান করতে হবে।

৮। চুক্তি সম্পাদন ও গাড়ি বন্ধক।—(১) ঋণ মঞ্জুরিকালে প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরিশিষ্ট-''খ'' ফরমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাথে একটি চুক্তিসম্পাদন করতে হবে।

(২) বিশেষ অগ্রিমের মঞ্জুরিকৃত অর্থ প্রাপ্তি এবং গাড়ি ক্রয়ের পর প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরিশিষ্ট- ''গ'' ফরমে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় বরাবর সংশ্লিষ্ট গাড়িটি অগ্রিমের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধক রাখতে হবে।

(৩) বিশেষ মঞ্জুরিকৃত অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত গাড়ির অগ্রিমের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ হয়ে গেলে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় উক্ত কর্মকর্তার অনুকূলে পরিশিষ্ট-''ঘ'' ফরমে বন্ধক অবমুক্ত বিষয়ে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবে।

৯। গাড়ির বীমা।—প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এ নীতিমালার অধীন ক্রয়কৃত গাড়ির অগ্নি, চুরি, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি ইত্যাদির জন্য ফার্স্ট পার্টি ইন্স্যুরেন্স বা বীমা করতে হবে।

১০। গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়।—(১) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারের নিকট হতে সুদমুক্ত ঋণগ্রহণ করলে তিনি গাড়ি ক্রয়ের পর নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা প্রধানের ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক ''গ'' ফরম স্বাক্ষরের তারিখ হতে গাড়ি মেরামত/সংরক্ষণ, জ্বালানী, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি বাবদ মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের অর্থ প্রাপ্য হবেন, তবে এ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য মাসিক অর্থের পরিমাণ ''প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৮ (সংশোধিত)'' এর ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে সরকার

কর্তৃক নির্ধারণ পূর্বক প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হলে তা অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হবে এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে। নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় উক্ত কর্মকর্তা মাসিক বেতন বিলের সাথে উত্তোলন করবেন। তিনি চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ হতে উক্ত মাসের অবশিষ্ট সময়ের জন্য আংশিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন।স্বাক্ষরিত ''গ'' ফরমের প্রমাণক ছাড়া কোন ক্রমেই গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন না। এর ব্যত্যয় হলে শতকরা ১৫ (পনের) টাকা সুদ প্রদান করতে হবে।

(২) নীতি ৮ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির কোন শর্তের বরখেলাপ বা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে ক্রয়কৃত গাড়ি বিক্রয় করলে এ বিধির অধীনে কোন গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পাবেন না।

(৩) প্রাধিকারপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা পি.আর.এল. সময়ে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন।

(৪) নীতি-১০ (৩) ও (৪) এ যা কিছুই থাকুক না, কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পি.আর.এল সময়ে অভোগকৃত অবসর উত্তর ছুটি (পি.আর.এল) বাতিলের শর্তে চাকুরিতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত হলে প্রাধিকারের নীতিমালা অনুযায়ী কোন আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবে না। তবে, তা চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারণ হবে।

(৫) ঋণগ্রহণকারী কর্মকর্তা সরকারের নিকট হতে গাড়িচালক, জ্বালানী, গাড়ি ব্যবহারজনিত ক্ষয়, রক্ষণাবেক্ষণ বা কোন প্রকার মেরামতের জন্য পৃথক কোন রকম আর্থিক সুযোগ সুবিধা, প্রকৃত ব্যয় বা খরচ দাবী করতে পারবেন না এবংউক্ত গাড়ির জন্য কার সেন্ট, এয়ার ফ্রেসনার, টিস্যু পেপার ও এ্যারোসল ইত্যাদি কোন প্রকার সুবিধা পাবেন না।

১১। অগ্রিম অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ি বিক্রয়।—(১) অগ্রিমের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ি অগ্রিম পরিশোধের পূর্বে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(২) বিক্রয় মূল্য হতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে বকেয়া অগ্রিম জমা প্রদান করার শর্তে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে এবং গাড়ি বিক্রয়ের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অপরিশোধিত অর্থ এককালীন জমা দিতে হবে।

(৩) যদি কোন কর্মকর্তা নীতি ১১ এর (২) অনুসারে অপরিশোধিত অর্থ জমা প্রদান করতে ব্যর্থ হন তা হলে অপরিশোধিত অর্থের উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা সুদ আদায় করা হবে।

(৪) পুরাতন গাড়ি বিক্রয় করে নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নিম্নোক্ত শর্তে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করতে পারবেন, যথা:

(ক) বকেয়া অগ্রিম অপেক্ষা নতুন গাড়ির মূল্য কম হলে পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকার বরাবর ফেরত দিতে হবে;

(খ) বকেয়া অগ্রিম পূর্বোক্ত হারেই আদায়/পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে; এবং

(গ) নতুন গাড়ির ক্ষেত্রে ফার্স্ট পার্টি বীমা করতে হবে এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নিকট বন্ধক রাখতে হবে।

১২। গাড়ি দুর্ঘটনা ও চুরি।—গাড়ি ক্রয়ের পর দুর্ঘটনায় বিনষ্ট বা চুরি হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গাড়িরক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে, তবে এক্ষেত্রে কিস্তির টাকা নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে অন্যথায় অপরিশোধিত কিস্তির উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা সুদ প্রদান করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে তিনি নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে গাড়ির সুবিধা পাবেন না।

১৩। **গাড়ির মালিকানা।**—গাড়ি ক্রয়ের জন্য গৃহীত সমুদয় অগ্রিমের কিস্তি পরিশোধের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গাড়ির মালিক হবেন।

১৪। গাড়ি ব্যবহার।—(১) কর্ম অধিক্ষেত্র অর্থাৎ কোন কর্মকর্তার দাপ্তরিক কার্যালয় যে স্থানে অবস্থিত, তার ৮(আট) কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সরকারি কাজে ভ্রমণের জন্য ব্যবহারকারী কর্মকর্তা কোন টি.এ/ডি.এ দাবী করতে পারবে না:তবে শর্ত থাকে যে, ৮(আট) কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বাইরে কোন সরকারি কাজে ভ্রমণের জন্য (বাসায় যাতায়াতের ক্ষেত্র ব্যতীত) গাড়িটি ব্যবহৃত হলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে টি.এ/ডি.এ প্রাপ্য হবেন।

ব্যাখ্যা : কোন কর্মকর্তার একাধিক দাপ্তরিক কার্যালয় থাকলে এ ক্ষেত্রে তিনি প্রধানত: যে দপ্তরে পদায়িত বা অধিক সময় অবস্থান করেন তা বিবেচনা করতে হবে।

(২) কোন কর্মকর্তা চাকুরিতে থাকা অবস্থায় দাপ্তরিক প্রয়োজন মিটানোর পর গাড়িটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পরিবারের সদস্য সমন্বয়ে ব্যবহার করতে পারবেন, এ ক্ষেত্রে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার গাড়ি ব্যবহার বিষয়ে দূরত্ব সংক্রান্ত সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

১৫। বৈদেশিক চাকুরীতে নিয়োগ/লিয়েন গ্রহণ।—(১) ঋণপ্রাপ্ত কোন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বৈদেশিক চাকুরিতে নিয়োগ/লিয়েনে গমন করলে উক্ত সময়ে এ নীতিমালার অধীন প্রদত্ত গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন না।

(২) নীতি ১৫ এর (১) অনুসারে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রদান স্থগিত থাকলেও অগ্রিমের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে এবং এর ব্যত্যয় হলে শতকরা ১৫(পনের) টাকা সুদ প্রদান করতে হবে।

১৬।**প্রেষণ।**—প্রেষণ/মাঠ প্রশাসন/প্রকল্পে কর্মরত প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা/সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের নিজ গাড়ি সচল রাখার প্রয়োজনে মেরামত/সংরক্ষণ, জ্বালানী, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি বাবদ নীতি ১০(১) অনুযায়ী গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের শতকরা হারে প্রাপ্য অর্থ সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা হলে তা অভিযোজনসহ প্রযোজ্য হবে। গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্য হবেন তা সংশ্লিষ্ট সংস্থা/অফিস হতে উত্তোলন করবেন। সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারে সুবিধা না থাকলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানের সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ছাড়পত্র প্রদানের পর ১০০%রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্ত হবেন। ১০০% গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য কর্মকর্তা অফিসে যাতায়াত বা অন্য কোন কাজের জন্য কোনভাবেই কর্মস্থলের গাড়ি ব্যবহার করবেন না।

১৭। **সরকারি গাড়ি রিকুইজিশন নিষিদ্ধ।**—(১) ঋণসুবিধা গ্রহণকারী কোন কর্মকর্তা সাধারণভাবে তাঁর দপ্তর হতে রিকুইজিশনের ভিত্তিতে কোন গাড়ি সরকারি বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে,–

(ক) জরুরি পরিস্থিতি (দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত) উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষেত্র বিশেষ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিচালনা ব্যয় বহন সাপেক্ষে গাড়ি রিকুইজিশন করতে পারবেন; এবং

(খ) উক্ত কর্মকর্তার এ নীতিমালার অধীন ক্রয়কৃত গাড়িটি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে অচল থাকলে উক্ত মর্মে প্রত্যয়নসহ রিকুইজিশনের ভিত্তিতে গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে প্রতিদিনের রিকুইজিশনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আনুপাতিক হারে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কর্তনযোগ্য হবে।

(২) নীতি ১৭(১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন ও নির্বাচনি কাজের জন্য নির্ধারিত টিওএন্ডই ভুক্ত জীপ গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

১৮। **ঋণআদায় পদ্ধতি।**—(১) ঋণসর্বোচ্চ ১২০টি সমান কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে। অগ্রিমের চেক ইস্যুরপরবর্তী মাসের বেতন হতে কর্তন শুরু করা হবে। এর ব্যত্যয় হলে শতকরা ১৫(পনের) টাকা সুদ প্রদান করতে হবে। এছাড়া বন্ধকী ফরম ('গ' ফরম) স্বাক্ষরের পর প্রাপ্য অবচয় বাদ দিয়ে বিশেষ অগ্রিমের অবশিষ্ট পরিশোধযোগ্য টাকার কিস্তির হার (সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসব রক্ষণ কর্মকর্তার কর্তন বিষয়ে প্রত্যয়ন সাপেক্ষে) পুনঃনির্ধারণ করা যাবে।

(২) কোন কর্মকর্তা কর্মরত অবস্থায় যে কোন সময়ে বা অবসরে যাওয়ার পূর্বে অপরিশোধিত সমূদয় অর্থ এককালীন পরিশোধ করতে ইচ্ছুক হলে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত কোডে তা জমা প্রদান করতে পারবেন।

(৩) কর্মরত ও পি.আর.এল. সময়ে সমুদয় কিস্তির টাকা আদায় করা সম্ভব না হলে অগ্রিম বাবদ গৃহীত অপরিশোধিত অর্থ নিম্নরূপ ভাবে আদায় করা হবে, যথা :—

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গ্র্যাচুয়িটি হতে এককালীন আদায় করা হবে;

(খ) দফা (ক) অনুযায়ী গ্র্যাচুয়িটি হতে আদায়ের পরও বকেয়া থাকলে অগ্রিমের অপরিশোধিত অর্থ উক্ত কর্মকর্তার পেনশন হতে কর্তন করতে হবে;

(গ) দফা (খ) অনুযায়ী পেনশন হতে আদায়ের পরও বকেয়া থাকলে অগ্রিমের অপরিশোধিত অর্থ বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক সমন্বয় করতে হবে; অথবা

(ঘ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাঁর নিজস্ব সঞ্চয় হতে অপরিশোধিত টাকা পরিশোধ করবেন;

(ঙ) দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এর মাধ্যমে আদায়ের পরও অগ্রিম অপরিশোধিতথাকলে দাবী আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায় যোগ্য হবে।

(৪) কোন কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় চাকুরী ত্যাগ করলে বা সরকার কর্তৃক কোন কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান, চাকুরী হতে বরখাস্ত বা চাকুরীচ্যুত করা হলে বকেয়া পাওনা পেনশন/গ্র্যাচুয়িটির সাথে সমন্বয় করা হবে। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক উল্লিখিত ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা না হলে বকেয়া পাওনা নগদে পরিশোধ/বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়ের মাধ্যমে সমন্বয় হবে। এর পরও বকেয়া অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবী আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৫) নীতি ৮ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির কোন শর্তের বরখেলাপ হলে সরকার বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক অগ্রিম সমন্বয় করবে এবং এর পরও অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবী আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকরি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৬) অগ্রিম গ্রহীতার মৃত্যু হলে এবং দুর্ঘটনা অথবা মানসিক কারণে পঙ্গু/প্রতিবন্ধী হয়ে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণকারী দুর্দশাগ্রস্ত কর্মকর্তা হলে, সেক্ষেত্রে

(ক) তাঁর গ্র্যাচুয়িটি হতে অগ্রিমের টাকা আদায় করা হবে;

(খ) তাঁর গ্র্যাচুয়িটি হতে আদায়ের পর অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে উক্ত কর্মকর্তার পারিবারিক পেনশন হতে কর্তন করতে হবে; এবং

(গ) উপরি উক্ত (ক) ও (খ) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, মৃত কর্মকর্তার উত্তরাধিকারী অথবা অক্ষম হয়ে অবসর গ্রহণকারী দুর্দশাগ্রস্ত কর্মকর্তা বা তাঁর প্রতিনিধি যৌক্তিক অর্থনৈতিক কারণে সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিমের অপরিশোধিত অর্থ (আসল ও সুদ) মওকুফের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন এবং তাঁর আবেদনপত্রটি অর্থ বিভাগ কর্তৃক গঠিত ''অগ্রিমের আসল ও সুদ মওকুফ'' সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ করা হবে এবং উক্ত কমিটি মওকুফের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(৭) গাড়ির প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সরকারি দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সরকারি গাড়ির পরিবর্তে গাড়ি ক্রয়ের জন্য নগদায়নের সুবিধা প্রদান করা হয়। সরকারি দায়িত্ব পালনে গাড়ি ব্যবহারের ফলে প্রতি বছর গাড়ির আয়ুষ্কাল হ্রাস পায় এবং সরকারি আদেশ অনুযায়ী গাড়ির আয়ুষ্কাল ৮(আট) বছর। এ কারণে বছরে ১০% হারে অবচয়(Depreciation cost) বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করে নীতিমালার ''ঘ'' ফরম অনুযায়ী গাড়ির বন্ধক কাল শেষ হবে। ক্রয়কৃত রিকন্ডিশন্ড গাড়ির ক্ষেত্রে প্রথম বছরথেকেই [(বন্ধকী ফরম)(''গ'' ফরম) স্বাক্ষরের তারিখ হতে] অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন। তবে, সম্পূর্ণ নতুন গাড়ির (রিকন্ডিশন্ড নয়) ক্ষেত্রে প্রথম বছর অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। গাড়ির অবচয় সুবিধা প্রাপ্য সময়ে (অবচয়কাল ৮ (আট) বছরেরমধ্যে) কোন কর্মকর্তা পি.আর.এল গমন করলে, উক্ত কর্মকর্তা পি.আর.এল সময় অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবে।

(৮) স্বাক্ষরের তারিখ যে কোন দিবসে হলেও নগদায়ন অগ্রিম পরিশোধের সুবিধার্থে কিস্তি কর্তন পরবর্তী মাস হতে শুরু হবে।

১৯। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ।**—সংশোধিত এ নীতিমালার কোন কিছু অস্পষ্ট থাকলে বা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মোঃ জাহাংগীর আলম
সচিব।

পরিশিষ্ট-"ক"

সিনিয়র সচিব/ সচিব
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
আগারগাঁও, ঢাকা

মাধ্যম : যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয় : প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে মোটরগাড়ি ক্রয়ের অগ্রিমের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়িসেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী আমি মোটরগাড়ি ক্রয়ের জন্য.....(কথায়).....টাকা ঋণগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। নিম্নে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করলাম :—

১।	নাম ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	:
২।	পদবি	:
৩।	কর্মস্থল	:
৪।	জন্ম তারিখ	:
৫।	চাকুরীতে যোগদানের তারিখ	:
৬।	প্রাধিকার অর্জনের তারিখ	:
৭।	পি.আর.এল. শুরুর তারিখ	:
৮।	মূল বেতন	:

৯। ইতোপূর্বে গৃহীত অগ্রিম সংক্রান্ত তথ্য (গৃহ নির্মাণ/মোটর সাইকেল/কম্পিউটার) :

অগ্রিমের নাম	মঞ্জুরের তারিখ	অগ্রিমের পরিমাণ	কিস্তির পরিমাণ	অপরিশোধিত টাকার পরিমাণ	অগ্রিম সম্পূর্ণ পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ	মন্তব্য

১০। ঋণপরিশোধ সংক্রান্ত:

প্রার্থিত বিশেষ অগ্রিমের পরিমাণ	কত কিস্তিতে পরিশোধ করতে ইচ্ছুক	চাকুরীরত অবস্থায় পরিশোধ সম্ভব না হলে অগ্রিম সমন্বয় পদ্ধতি	মন্তব্য

১১। গাড়ি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য

(ক) সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন পুল/নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের গাড়ি ব্যবহার করি/না :

(খ) গাড়ি নম্বর .....(গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে) :

(গ) গাড়ি ব্যবহারের সময় :

১২। আমি এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, প্রার্থিত অগ্রিম মোটরগাড়ি ক্রয় ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করব না। মোটরগাড়ি ক্রয় ও রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি বাবদ ব্যয়িত অর্থের অতিরিক্ত উত্তোলিত অর্থ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সরকার বরাবর ফেরত দিতে বাধ্য থাকব।

আপনার অনুগত

স্বাক্ষর :

স্থান : নাম :

পদবি :

ঠিকানা :

তারিখ : মোবাইল নম্বর :

ই-মেইল :

১৩। ঊর্ধ্বতন অফিসারের সুপারিশ :

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

ঠিকানা :

পরিশিষ্ট-''খ''

চুক্তিনামা

মোটরগাড়ি ক্রয়ের জন্য অগ্রিম গ্রহণের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদনের ফরম..... .....সনের.....মাসের.....তারিখে একপক্ষে ..... (পরবর্তীতে অগ্রিম গ্রহীতা হিসেবে অভিহিত যা তাঁর আইনগত প্রতিনিধি এবং স্বত্বনিয়োগীকে বুঝাবে) এবং অপরপক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিহিত) এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

যেহেতু অগ্রিম গ্রহীতা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়িসেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯(পরবর্তীতে ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন আদেশ হিসেবে অভিহিত) মোটরগাড়ি ক্রয় করার জন্য ..... টাকা অগ্রিমের জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের নিকট আবেদন করেছেন এবং সরকার পরবর্তীতে বর্ণিত শর্তাবলিতে এ অগ্রিম প্রদানে সম্মত হয়েছে।

সুতরাং এতদ্বারা উভয়পক্ষ এ মর্মে সম্মত হচ্ছেন যে, সরকার কর্তৃক অগ্রিম গ্রহীতাকে .....
টাকা প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে (অগ্রিম গ্রহীতা এতদ্বারা যার প্রাপ্তি স্বীকার করলেন), অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে সরকারের সাথে সম্মত হলেন যে,

(১) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়িসেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ মতে মাসিক বেতন বিল হতে কর্তনের মাধ্যমে এ অর্থ তিনি পরিশোধ করবেন এবং এ কর্তন করার জন্য তিনি এতদ্বারা সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করলেন;

(২) এ চুক্তি সম্পাদনের তারিখের তিন মাসের মধ্যে তিনি এ অগ্রিমের সম্পূর্ণ অর্থমোটরগাড়ি ক্রয় ও রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি খরচ সম্পন্ন করার জন্য ব্যয় করবেন এবং প্রকৃত মূল্য ও রেজিস্ট্রেশন খরচ ইত্যাদি যদি অগ্রিম অপেক্ষা কম হয় তবে অবশিষ্টঅর্থ ১৫(পনের) দিনের মধ্যে সরকারকে ফেরত দিবেন; এবং

৩) প্রদত্ত অগ্রিম ও তজ্জনিত সুদের টাকার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জামানত হিসেবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়িসেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ এ বর্ণিত **''বন্ধকী''** ফরমে মোটর গাড়িটি সরকারের নিকট দায়বদ্ধ করবেন।

এবং সর্বশেষ তাও সম্মত হওয়া যাচ্ছে এবং ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, যদি মোটরগাড়ি উপর্যুক্ত মতে এ দলিল স্বাক্ষরের ৩(তিন) মাসের মধ্যে ক্রয় ও দায়বদ্ধ করা না হয়, অথবা অগ্রিম গ্রহীতা দেউলিয়া হন বা সরকারের চাকুরী ত্যাগ করেন, বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ অথবা যেকোন কারণে

চাকুরীর অবসান বা মৃত্যুবরণ করে তাহলে অগ্রিমের সম্পূর্ণ অর্থ এবং তার সঞ্চিত সুদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অবিলম্বে পাওনা পরিশোধ করবে।

উপরে বর্ণিত সমুদয় বয়ানের সাক্ষ্য স্বরূপ অগ্রিম গ্রহীতা উল্লিখিত সন ও তারিখে স্বহস্তে স্বাক্ষর করলেন।

নিম্নেবর্ণিত সাক্ষীগণের সম্মুখে স্বাক্ষর করলেনঃ—

১ম সাক্ষী: ..... ১। গ্রহীতার স্বাক্ষর

ঠিকানা: .....

পেশা: .....

২য় সাক্ষী: .....

ঠিকানা: .....

পেশা: ..... ২। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রতিনিধির স্বাক্ষর

"পরিশিষ্ট-গ"

মোটর গাড়ি অগ্রিমের জন্য "বন্ধকী" ফরম

এ চুক্তিপত্র ..... সনের ..... মাসের ..... তারিখে একপক্ষে ..... (পরবর্তীতে অগ্রিম গ্রহীতা হিসেবে অভিহিত এবং অপরপক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিহিত) এর মধ্য সম্পাদিত হলো।

যেহেতু, ঋণগ্রহীতা নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়িসেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯(পরবর্তীতে ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা হিসেবে অভিহিত) অনুসারে মোটর গাড়ি ক্রয় করার জন্য ..... টাকা অগ্রিম মঞ্জুরির আবেদন করেছেন এবং তা মঞ্জুর করা হয়েছে।

এবং যেহেতু, বর্ণিত অগ্রিম মঞ্জুরির অন্যতম শর্ত এই যে, প্রদত্ত অগ্রিমের জামানত হিসেবে অগ্রিম গ্রহীতা সরকারের নিকট এ মোটরগাড়ি দায়বদ্ধ করবেন।

এবং যেহেতু অগ্রিম গ্রহীতা প্রদত্ত অগ্রিম বা তার অংশবিশেষ দ্বারা মোটরগাড়ি ক্রয় করেছেন যার বিশদ বর্ণনা নিম্নে লিপিবদ্ধ তফসিলে উদ্ধৃত হলোঃ

সুতরাং এ চুক্তিপত্রের বয়ান এই যে, বর্ণিত চুক্তি অনুসারে এবং পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের বিবেচনায় অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন যে, তিনি সরকারকে ..... টাকা প্রদান করবেন অথবা এ চুক্তির তারিখে যে পরিমাণ পাওনা অবশিষ্ট আছে, তা সমান কিস্তিতে মাসের প্রথম দিনে প্রদান করবেন এবং বর্ণিত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়িসেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯অনুসারে এ সময়ে পাওনা অর্থের উপর সঞ্চিত সুদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান করবেন এবং অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে আরও সম্মতি দিচ্ছেন যে, বর্ণিত সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে প্রদেয় এ অর্থ তাঁর মাসিক বেতনের বিল হতে কর্তনের মাধ্যমে আদায় করা হবে এবং চুক্তির আরো শর্ত অনুসারে অগ্রিম গ্রহীতা এতদ্বারা এ মোটরগাড়ি বর্ণিত সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে বর্ণিত অগ্রিম এবং তার উপর সঞ্চিত সুদের জামানত হিসেবে সরকার বরাবর এর স্বত্ব ন্যস্ত এবং হস্তান্তর করলেন। গাড়ির ফিটনেস, বীমা, ট্যাক্স টোকেন ও রেজিস্ট্রেশনের মূলকপির ফটোকপি উভয় পক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সরকার বরাবর জমা রাখলেন, তবে পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরীর লক্ষ্যে না দাবী গ্রহণ ও বন্ধকী অবমুক্তির সময়ে বন্ধককৃত গাড়ির হালনাগাদ ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন, বীমা এবং রেজিস্ট্রেশন/ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনের মূল কপি শাখা কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন সাপেক্ষে পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরীর নাদাবীসহ গাড়িটি "ঘ" ফরমের মাধ্যমে "বন্ধকী" অবমুক্তিপত্র গ্রহণ করবে।

এবং অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে আরও স্বীকৃত হয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তিনি বর্ণিত মোটরগাড়ির ক্রয় মূল্য পূর্ণভাবে পরিশোধ করেছেন ও তা সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব সম্পত্তি এবং তিনি তা কোথাও বন্ধক দেন নি এবং বর্ণিত অগ্রিম বাবদ সরকারকে যে পর্যন্ত কোন অর্থ প্রদেয় থাকে সে পর্যন্ত তিনি সরকারের অনুমতি ব্যতীত এ সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক বা তার দখল ত্যাগ করবেন না এবং মোটরগাড়ির মালিকানা হস্তান্তর করবেন না। এখানে আরও উল্লেখ করা যায় এবং ইহা স্বীকৃত ও ঘোষিত হচ্ছে যে, যদি কোন কিস্তি অথবা তার সুদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে পাওনা হওয়ার দশ দিনের মধ্যে প্রদত্ত না হয় বা আদায় না হয়, অথবা অগ্রিম গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করেন বা কোন সময়ে চাকুরিতে না থাকেন, অথবা যদি অগ্রিম গ্রহীতা এ সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক অথবা দেউলিয়া হন অথবা তাঁর পাওনাদারের সঙ্গে কোন ব্যবস্থায় উপনীত হন অথবা কোন ব্যক্তি অগ্রিম গ্রহীতার বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি বা রায় কার্যকর করেন, তবে তখন পর্যন্ত সমুদয় পাওনা অনাদায়কৃত অংশ এবং পূর্বে বর্ণিত মতে ধার্যকৃত সুদ তাৎক্ষণিকভাবে প্রদানযোগ্য হবে।

এবং এ মর্মে স্বীকৃত হওয়া যাচ্ছে এবং ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, পূর্বে বর্ণিত কোন একটি ঘটনা ঘটলে সরকার বর্ণিত মোটরগাড়ি বাজেয়াপ্ত করে তার মালিকানা গ্রহণ করবেন এবং তা স্থানান্তর না করে তাঁর মালিকানায় থাকবেন অথবা তা স্থানান্তর করে খোলা নিলামে অথবা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে চুক্তি করে বিক্রয় করবেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ও ঐ সময় পর্যন্ত সঞ্জিত সুদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হতে সে সময় পর্যন্ত অপরিশোধিত অগ্রিম পরিশোধের জন্য এবং এ চুক্তির অধীন তাঁর অধিকার সংরক্ষণের জন্য বা আদায়ের জন্য এবং উদ্ধার করার জন্য সমুদয় ব্যয় এবং সকল প্রকার দায় মিটানোর জন্য ব্যবহার করবেন এবং এর অতিরিক্ত কোন অর্থ থাকলে অগ্রিম গ্রহীতা, তাঁর উইল নির্বাহক, প্রশাসক বা ব্যক্তিগত প্রতিনিধিকে প্রদান করবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, বর্ণিত মোটর গাড়ির স্বত্ব গ্রহণ এবং বিক্রয়ের ক্ষমতা, সরকার কর্তৃক বিক্রয়লব্ধ নীট অর্থ যদি পাওনা হতে কম হয়, তবে অবশিষ্ট অর্থের জন্য অগ্রিম গ্রহীতা অথবা তার ব্যক্তিগত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না।

এবং অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে আরও স্বীকৃত হচ্ছেন যে, যতদিন সরকার তাঁর নিকট কোন অর্থ পাওনা থাকবে ততদিন অগ্রীম গ্রহীতা কোনরূপ অগ্নি, চুরি বা দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতি বা হানির জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন বীমা কোম্পানীতে বীমা করবেন।

এবং অগ্রিম গ্রহীতা এ মর্মে আরও স্বীকৃত হচ্ছেন যে, যুক্তিসঙ্গত ক্ষয় ও অপচয়ের কারণে যতটুকু অবনতি হওয়া গ্রহণযোগ্য, তা অপেক্ষা মোটরগাড়ির কোন অতিরিক্ত ক্ষতিসাধন বা বিনষ্ট ঘটাবেন না।

এবং যদি কোন ক্ষতি বা দুর্ঘটনা হয়ে থাকে তবে অগ্রিম গ্রহীতা অবিলম্বে তা মেরামত করাবেন ও ক্ষতিপূরণ করবেন।

উপরে বর্ণিত বয়ানের সাক্ষ্য স্বরূপ অগ্রিম গ্রহীতা উল্লিখিত বছরে ও তারিখে স্বহস্তে স্বাক্ষর প্রদান করলেন।

মোটরগাড়ির বিবরণ-

প্রস্তুতকারীর নাম-

বর্ণনা-

সিলিন্ডারের সংখ্যা-

ইঞ্জিন নম্বর-

চেসিস নম্বর-

ক্রয়মূল্য-

..... এর উপস্থিতিতে অগ্রিম গ্রহীতা ..... স্বাক্ষর করলেন।

পরিশিষ্ট-"ঘ"

বন্ধক অবমুক্তির প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নামঃ ..... পদবি: ....কর্মস্থলঃ ..... নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়িসেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০১৯ এর আওতায় গাড়ি ক্রয়ের জন্য গত ..... তারিখে ..... টাকা ঋণগ্রহণ করেছেন। তিনি গৃহীত অগ্রিমের অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত ..... নং গাড়ি সরকার বরাবর ..... তারিখে বন্ধক রেখেছেন। তিনি ..... তারিখে গৃহীত সমুদয় অগ্রিম পরিশোধ করেছেন বিধায় আজ ..... তারিখে তাঁর বন্ধককৃত ..... নম্বর গাড়িটি অবমুক্ত করা হলো।

সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd